

বাংলা শব্দসম্ভার

শব্দঃ অর্থবোধক ধ্বনিকে শব্দ বলে। এক বা একাধিক ধ্বনি অবলম্বনে শব্দের সৃষ্টি হয়। মানুষ তার মনের ভাব-প্রকাশের জন্য অর্থবোধক ধ্বনি বা শব্দ ব্যবহার করে।

বাংলা শব্দ উৎপত্তি অনুসারে পাঁচ প্রকার।

যেমন- ১) তৎসম, ২) অর্ধতৎসম, ৩) তদ্ভব, ৪) দেশী, ৫) বিদেশী।

১ তৎসম শব্দঃ (তৎসম মূলত পারিভাষিক শব্দ; কারণ এটি ভাষান্ত রিত শব্দ। যে সব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে আবিষ্কৃত অবস্থায় বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে, সেগুলিকে তৎসম শব্দ বলে।

যেমন- চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পত্র, মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, প্রতিষ্ঠান, কৃষক, কোষ, ভাষা, ভাষণ, ষড়যন্ত্র।

২ অর্ধতৎসম শব্দঃ (যে সব তৎসম শব্দ লোক মুখে উচ্চারণে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়ে তাদের মূল রূপ বিশুদ্ধ রাখতে পারেনি সেগুলিকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে।

যেমন- কৃষ্ণ>কেষ্ট, নিমন্ত্রন>নেমন্তন, চন্দ্র>চন্দর, প্রণাম>পেনড়বাম ইত্যাদি।

৩ তদ্ভব শব্দঃ (যে সব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে সেগুলিকে তদ্ভব শব্দ বলে।

তদ্ভব শব্দ একটি পারিভাষিক শব্দ। তদ্ভব শব্দের অপর নাম খাঁটি বাংলা শব্দ।

যেমন- আজ, উনুন, কাজ, ছাতা, বোন, ভাত, মাস, বাঁদর, চামার, কামার, ওঝা ইত্যাদি।

৪ দেশী শব্দঃ (যে সব শব্দ এদেশের অনার্য, কোল, দ্রাবিড় ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে সেগুলিকে দেশী শব্দ বলে।

যেমন- কুড়ি, পেট, চুলা, কুলা, চোঙ্গা, টোপর, ডাব, ডাগর, ডিঙ্গা, টেঁকি।

৫ বিদেশী শব্দঃ (যে সব শব্দ বিভিন্ন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে সেগুলিকে বিদেশী শব্দ বলে। যেমনঃ

⇒ **আরবি শব্দঃ** আল্হ, ঈমান, আইন, অন্তর, আখের, আজব, আতর, আদত, আদর, আয়েশ, আবির, আলাদা, আসবাব, আলস, আমানত, আমিন, ইজ্জত, ঈদ, ইনকিলাব, ইনাম, ইন্তিকাল, ইমারত, ইশতিহার, ইশারা, ইসলাম, ইন্তফা, ইহুদি, উকিল, উজির, উসুল, ইসলাম, ইন্তফা, ইহুদি, উকিল, উজির, উসুল, এজলাস, কাফরী, কাফের, কামিজ, কায়দা, কায়ম, কালিয়া, কেছা, খাতির, খদিম, খারাপ, খারিজ, খেতাব, খেয়াল, খেলাপ খেসারাত দলিল, দাখিল, দায়রা, দালাল, দুনিয়া, দেনা, দোয়াত, দৌলত, নকল, নকসা, নগদ, নজর, নবাব, নসিব, নাজির, নায়েব, নিকাশ, ফতোয়া, জৌলুস, নকসা, নগদ, নজর, নবাব, নসিব, নাজির, নায়েব, নিকাশ, ফতোয়া, মহড়া, মহববত, মহল্া, মামলা, মালিক, মজুদ, মশলা মহকুমা, মিনার, শখ, শরবত,

মেকি, মুস্লেফ, মোলায়েম, মোসাহেব, মৌলবি, মৌসুমী, রকম, রদ, রশি, রায়, রিপু, লেপ, লেবু, লোকসান, সখ, শয়তান, শরবত, শরিক, শর্ত, শলা, শতীদ, শুরু, সহি, সওয়াল, সাড়কি, সদর, সন, সনদ, সপ, সফর, সবুর, সবুর, সলিতা, সাবেক, সিন্দুক, সুলতান, হক, হজম, হদ্দ, হয়রান, হওয়া, হাওলাত, হাকিম, হাজত, হামলা, হারাম, হালুয়া, হিসাব, হুলিয়া, মেজাজ, মেরামত, মেহনত, মোকাদ্দমা, মোক্তার, মোতাবেক।

⇒ ফারসি শব্দঃ

আওয়াজ, আমেজ, আয়না, আপুর, আদমশুমারী, আন্দাজ, আফগান, আরাম, আলু আসমান আসাতানা, একতরফা, এলাচি, ওস্তা., কাগজ, কাবুলি, কামান, কারখানা, কারচুপি, কারবার, কারিগর, খরগোশ, খরিদ, গালিচা, বালিশ, গোমস্তা, গোয়েন্দা, গোলাপ, চর্বি, তরমুজ, তাজা, তীর, তেজ, তোশক, তোষামোদ, দঙ্গল, দপ্তর, দরকার, নওরোজ, নওজোয়ান, নবীন, নামাজ, নমুনা, নরম, নাম, নালিশ, পর্দা, পলক, পশম, পাইকার, পেশা পোদ্দারী, পোলাও, পোশাক, ফরমান, বখরা, বখশিশ, বনেদি, বন্দর, বন্দী, বরখাস্ত, বাদশা, বাদাম, বান্দা, বাবরী, বারুদ, বাসিন্দা, বিবি, বিরিয়ানী, বীমা, বনিয়াদী, বুলবুল, বেচারী, বেতার, বেহুশ, মগজ, মজা, মজুরি, ময়দা, মরিচ, মর্মর, মশক, মস্ত, মস্তান, রংবাজ, রঙানি, রসদ, রসিদ, রাস্তা, রুজি, রুমাল, মগজ, শায়েস্তা, শাল, শালগম, শিরোরাম, শিকার, শির গুমারী, শৌখিন, সারেং, সাল, সিপাহী, সীসা, সুদ, সুপারিশ, সুরকি, সুর্মা, সেতার, সেরা, হাঙ্গামা, হাজার, হামেশা হিন্দু, হুশ, হুঁশিয়ার

⇒ তুর্কি শব্দঃ

উর্দি, উর্দু, কাঁচি, কঞ্চি, কাবু, কুরনিশ, কুলি, কোর্মা, কোঁতলা, খাঁ, খান, খোকা, চক্কক, চাকু, চিক, কাকমক, ঠাকুর, তালাশ, তুর্ক, তুপ, দাদা, দারোগা, নানা, বাস, বাবুর্চি, বাহাদুর, মোগল, লাশ, সওগাত, চাকর তোপ।

⇒ ফরাসিঃ

কার্তুজ, ক্যাফে, কুপন, রেস্তোরাঁ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ, আঁতাত, গ্যারেজ, বুর্জোয়া, ম্যাটিনি।

⇒ পর্তুগিজ শব্দঃ

আতা, আচার, আয়া, আলপিন, আলমারি, আলকাতরা, ইম্পাত, ইন্তি রি, কাতান, কেদারা, কেরানি, কামরা, মুশ, গামলা, গরাদ, গিজা, চাবি, জানালা, তোয়ালে, নিলাম, পাউরুটি, পাচার, পেয়ারা, পেরেক, পাদরি, পিস্তল, ফার্মা, ফিরিজি, ফিতা, ফালতো, বারান্দা, বালতি, বোতাম, বাসন, বোমা, বেহাল, বারগা, মার্কা, মস্করা, মিস্ত্রি, মাইরি, মাস্তুল, যিশু, সাণ্ড, সাবান, সালসা, আনারস, কপি, পঁপে, গুদাম।

⇒ জাপানিঃ ক্যারাটে, জুডো, রিক্সা, হাসনাহেনা, হারিকিরি।

⇒ পাঞ্জাবিঃ শিখ, তারকা, চাহিদা।

⇒ মারাঠিঃ বরগি।

⇒ **হিন্দি:** ছিনতাই, ইন্তক, ওয়ালা, কাহিনী, খানা, চামেলি, চালু, চাহিদা, টহল, ডেরা, পানি, ফালতু, বর্তা, পুরি, মিঠাই, তরকারি, লাগাতার, কামাই, জলদি, খিল, কমলা, ওজন, চেহারা, বাচ্চা, ঠান্ডা।

⇒ **গুজরাটি:** খদ্দর, হরতাল।

⇒ **চীনা:** চা, চিনি, লিচু।

⇒ **মায়ানমার ঃ(বর্মি)** ফুঙ্গি, লুঙ্গি।

⇒ **স্পেনিশ:** তামাক।

⇒ **মেক্সিকান:** চকলেট।

⇒ **ইংরেজী:** আগ্রাসন, ইউনিয়ন, টিন, নভেল, নোট, পাউডার, পেন্সিল, লাইব্রেরি, ব্যাগ, স্কুল, কলেজ, চেয়ার, টেবিল, স্টিমার, ফুটবল, মাস্টার, ডাক্তার, নার্স।

⇒ **মিশ্র শব্দ:** রাজা-বাদশা, হাট-বাজার, হেড-মৌলভী, হেড-পন্ডিত, খ্রিস্টাব্দ, ডাক্তারখানা, পকেট-মার, চৌহদ্দি, চাবিকাঠি।

⇒ শব্দের শ্রেণীবিভাগ

⇒ **গঠনগত দিক দিয়ে শব্দকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।**

১. মৌলিক শব্দ (Simple or Root Word)

২. সাধিত শব্দ (Derived or Compound word)

মৌলিক শব্দ : যে শব্দসমূহকে বিশ্লেষণকরলে বিশেষিত কোনো অংশেরই অর্থ পাওয়া যায় না, সে শব্দকে মৌলিক শব্দ

বলা হয়। এ জাতীয় শব্দই ভাষার মূল শব্দ। যেমন : হাত, পা, মা, ভাই প্রভৃতি।

বিশ্লেষণ: প্রদত্ত 'হাত, পা, মা, ভাই' শব্দগুলিকে বিশ্লেষণকরলে পাওয়া যায় যথাক্রমে -'হ্ + আ + ত, প্ + আ, ম্ + আ, ভ্ + আ + ই'। এ শব্দগুলোর বিশেষিত অংশ সমূহের কোন অর্থ নেই। সুতরাং এগুলো মৌলিক শব্দ।

সাধিত শব্দ : যে শব্দসমূহকে বিশ্লেষণকরলে খন্ডিত প্রধান অংশের বা দুই অংশেরই অর্থ পাওয়া যায়, সে সব শব্দই

সাধিত শব্দ। মূল শব্দের সাথে প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগে, সমাস বা সন্ধিসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এ সব শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। যেমন : পাথেয়, প্রহার, দিগন্ত, নীলাকাশ প্রভৃতি।

বিশ্লেষণ : প্রদত্ত শব্দগুলোকে বিশ্লেষণকরলে পাওয়া যায় যথাক্রমে - 'পথ + এয়; প্র + হার; নীল + আকাশ'।

লক্ষণীয় দিক যে, উদাহরণের প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দ দুটির প্রধান অংশ (পথ ও হার)-এর নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে। আবার পরের শব্দ দুটির দুই অংশেরই (দিক + অন্ত, নীল + আকাশ) অর্থ রয়েছে। এ শ্রেণীর শব্দই সাধিত শব্দ।

বাংলা শব্দ বিভিন্ন উপায়ে সাধিত হয়-

- ১) সমাস সাধিত শব্দ: বিদ্যার আলয়= বিদ্যালয়।
 - ২) সন্ধি সাধিত শব্দ: বিদ্যা+আলয়=বিদ্যালয়
 - ৩) প্রত্যয় সাধিত শব্দ: ডুব+অন=ডুবন্ত।
 - ৪) উপসর্গ সাধিত শব্দ: প্র+ভাত=প্রভাত।
 - ৫) দ্বিরুক্তি সাধিত শব্দ: ঢং ঢং।
 - ৬) পদ পরিবর্তন দ্বারা: সুন্দর থেকে সৌন্দর্য।
- এছাড়া বিভিন্ন উপায়ে বাংলা শব্দ সাধিত হয়।

শব্দ গঠন বিষয়ক আলোচনা:

শব্দগঠন : মানুষ পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনে, চারপাশের প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় বস্তুসমূহকে চিহ্নিত করার জন্য নানাবিধ শব্দ ব্যবহার করেছে। তারা কোনটির নাম দিয়েছে গাছ, মাটি, পাখি, ফুল আবার কোনো সম্পর্কের নাম দিয়েছে ভালোবাসা, শত্রুতা, মিলন প্রভৃতি। এ ভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে সৃষ্ট মৌলিক শব্দের সাথে প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগে, সমাস বা সন্ধিসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নতুন শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। যেমন : দিক + অন্ত = দিগন্ত; উৎ + হার + উদ্ধার; নীল + আকাশ + নীলাকাশ; দুঃ + কর দুষ্কর প্রভৃতি।

⇒ শব্দগঠনের বিভিন্ন রীতি বা উপায় উদাহরণসহ আলোচনা : বাংলা শব্দ গঠনের নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম আছে সে সব নিয়মে যেমন নতুন নতুন শব্দ গঠন করা যায়, তেমন ভাষা ব্যবহারে বৈচিত্র্য আনা যায়। নিচে শব্দগঠনের নিয়ম বা রীতিগুলো ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হল :

১ প্রকৃতি ও প্রত্যয় যোগে শব্দগঠন : শব্দ (নাম বা ক্রিয়া)- এর মূলকে প্রকৃতি বলা হয়। আর প্রকৃতির সাথে যে ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ ও অর্থের সৃষ্টি করে, তাকে প্রত্যয় বলা হয়। প্রকৃতির সাথে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়। যেমন : ঢাকা + আই = ঢাকাই; পথ + এয় = পাথেয়; পর্ব + ইক = পার্বিক; হাত + ই = হাতি প্রভৃতি।

২: উপসর্গ যোগে শব্দগঠন . উপসর্গ অব্যয় শ্রেণীর ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি। উপসর্গের নিজের কোন অর্থ নেই। এ গুলো শব্দ ও ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ ও অর্থের সৃষ্টি করে। তাই উপসর্গ দ্বারা নতুন শব্দ গঠিত হয়। যেমন : আ + হার = আহার; বি + হার = বিহার; উপ + হার = উপহার; পরি + হার = পরিহার ইত্যাদি।

৩ সমাস প্রক্রিয়ায় শব্দগঠন . : দুই বা ততোধিক সম্পর্কিত শব্দ (পদ) এক শব্দে (পদে) পরিণত হওয়াকে সমাস বলা হয়। সমাসের মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠিত হয়। যেমন : মৌ সংগ্রাহক মাছি = মৌমাছি; সপ্ত অহোর সমাহার = সপ্তাহ; শহরের সমীপে = উপশহর; তার নেই যার = বেতার প্রভৃতি।

৪সন্ধির মাধ্যমে শব্দগঠন : দুটি শব্দের দ্রুত উচ্চারণের ফলে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে দুটি ধ্বনির মিলন বা বিপর্যয় বা পতন হওয়াকে সন্ধি বলে। সন্ধির মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠিত হয়। যেমন : বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়; তৎ + কর = তৎকর; পরিঃ + কার + পরিষ্কার; বহিঃ + কার = বহিষ্কার প্রভৃতি।

৫শব্দদ্বি .ত্ব হয়ে শব্দগঠন : কখনো কখনো একটি বিশেষ অর্থপূর্ণ শব্দ পাশাপাশি দুইবার ব্যবহৃত হয়ে নতুন শব্দ ও অর্থের সৃষ্টি করে। তাই শব্দের দ্বিত্ব (পাশাপাশি দুইবার ব্যবহৃত হওয়া) হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়। যেমন: ছলছল, টনটন, মর্মর, টলটল, কনকন প্রভৃতি।

৬পদপরিবর্তনকৃত শব্দ .গঠন : এক পদ অন্য পদে পরিবর্তন করার মাধ্যমে নতুন শব্দ ও অর্থের সৃষ্টি হয়। সুতরাং এক পদ আরেক পদে পরিবর্তিত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়। যেমন : সুন্দর > সৌন্দর্য, মধুর > মাধুর্য, তরুণ > তারুণ্য, বৃদ্ধ > বার্ধক্য প্রভৃতি।

⇒ **অর্থগত ভাবে বাংলা শব্দসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত**। যথা-

ক:যৌগিক শব্দ (

যে সকল শব্দের অর্থ তাদের প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ অনুযায়ী হয়ে থাকে, তাদের যৌগিক শব্দ বলে।

যেমন : পাঠক, ঘুমন্ত, চালক প্রভৃতি।

বিশ্লেষণ : এখানে উদাহরণে প্রদত্ত শব্দগুলোর মূল যথাক্রমে পাওয়া যায়- পঠ (পঠ + অক); ঘুম (ঘুম + অন্ত); চল (চল + অক)।

‘পাঠক’ শব্দের অর্থ - যে পাঠ করে; ‘ঘুমন্ত’ শব্দের অর্থ -ঘুমে রত অবস্থা; ‘চালক’ শব্দের অর্থ- যে চালনা করে। এ শব্দগুলো তাদের

মূল-‘পঠ, ঘুম, চল’ কেন্দ্রিক

অর্থেই প্রচলতি। এ জাতীয় শব্দকেই যৌগিক শব্দ বলা হয়।

যেমন-

গায়ক= গৈ+ণক(অক)- অর্থঃ গান করে যে।

কর্তব্য= কৃ+তব্য- অর্থঃ যা করা উচিত।

বাবুয়ানা= বাবু+আনা- অর্থঃ বাবুর ভাব।

মধুর= মধু+র অর্থঃ মধুর মত মিষ্টি গুণযুক্ত।

দৌহিত্র= দুহিতা+ঋগ্ অর্থঃ কন্যার পুত্র, নাতি।

খ রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দঃ (

যে শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে গঠিত এবং মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোন বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তাকে রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ বলে।

যেমন: হাতি, বাঁশি, গবেষণা প্রভৃতি।

বিশ্লেষণ : উদাহরণে প্রদত্ত শব্দগুলোর মূল যথাক্রমে পাওয়া যায়- ‘হাত + ই = হাতি; বাঁশ + ই = বাঁশি; গো + এষণা = গবেষণা’। শব্দগুলোর অর্থ মূলকেন্দ্রিক নয়। কারণ, ‘হাত’ মানুষের অঙ্গ বিশেষ; ‘বাঁশ’ - বৃক্ষ বিশেষ এবং ‘গো’ - প্রাণী (গরু) বিশেষ। কিন্তু এই সব মূল থেকে গঠিত ‘হাতি’ শব্দের অর্থ- একটি বিশাল প্রাণী; ‘বাঁশি’-বাদ্যযন্ত্র বিশেষ; ‘গবেষণা’- গভীরতম ও ব্যাপক অধ্যয়ন। এ সব শব্দের সাথে মূলশব্দ ‘হাত, বাঁশ, গো’ -এর অর্থের কোনো সামঞ্জস্য নেই। এই শ্রেণীর শব্দকে রূঢ় শব্দ বলা হয়।

আরো কিছু উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলোঃ

সন্দেশ (মিষ্টান্ন, মূল অর্থ সংবাদ), শুশ্রূষা (রোগীর সেবা, মূল অর্থ শোনার ইচ্ছা), হস্তী (হাতি, মূল অর্থ যার হাত আছে), পাঞ্জাবী (জামা বিশেষ, মূল অর্থ পাঞ্জাবের লোক), মন্ডপ (উৎসবদির জন্য নির্মিত অস্থায়ী গৃহ বা মন্দির, মূল অর্থ মন্ড পান করে যে), হরিণ (পশু বিশেষ, মূল অর্থ যে হরণ করে), প্রবীণ (বৃদ্ধ, মূল অর্থ বীণাবাদনে দক্ষ), শ্বশুর (স্বামী বা স্ত্রীর পিতা, মূল অর্থ যিনি শীঘ্র খান) ইত্যাদি।

যেমনঃ হস্তী+ইন, অর্থঃ হস্ত আছে যার। কিন্তু হস্তী বলতে সুপরিচিত পশুকে বোঝায়। এভাবে বাঁশি, তৈল, প্রবীণ, পাঞ্জাবী, সন্দেশ।

গ যোগরূঢ়ি শব্দঃ

সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোন বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের যোগরূঢ় শব্দ বলে।

যেমন : দশানন, পঙ্কজ, রাজপুত্র প্রভৃতি।

বিশ্লেষণ : এখানে ‘দশানন’ (দশ+আনন) শব্দটির অর্থ-‘দশ আনন যার’।

সমস্যমান পদ অনুযায়ী -যে ব্যক্তির দশ আনন (মুখ) আছে, সেই দশানন। কিন্তু শব্দটি সে অর্থে প্রচলিত নয়। কেবল লঙ্কার রাজা রাবণকে বোঝাতে শব্দটি প্রচলিত।

‘পঙ্কজ’ শব্দটির অর্থ - পঙ্কে (কাদায়) জন্মে যা। সমস্যমান পদ অনুযায়ী পঙ্কে জন্মানো সব কিছুই পঙ্কজ হবার কথা। কিন্তু শব্দটি পঙ্কে জন্মানো সব কিছুকে নির্দেশ করে না। কেবল পদ্মফুলকে বোঝায়।

তেমন ‘রাজপুত্র’ শব্দটির অর্থ- ‘রাজার পুত্র’। কিন্তু শব্দটি কোনো রাজপুত্রকে নির্দেশ না করে একটি জাতিকে বোঝায়। এই জাতীয় শব্দকেই যোগরূঢ় শব্দ বলা হয়।

আরো কিছু উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলোঃ

জলদ (মেঘ, মূল অর্থ যা জল দেয়),

বারিধি (সমুদ্র, মূল অর্থ-বারি ধারণ করে যে),

বীণাপানি (সরস্বতী, মূল অর্থ বীণা ধারণকারী) ,

মন্দির (মূল অর্থগৃহ, কিন্তু প্রচলিত অর্থ মর্যাদা সম্পন্ন),

সম্ভ্রান্ত (মূল অর্থ সম্যকরূপে ভ্রান্ত, কিন্তু প্রচলিত অর্থ মর্যাদা সম্পন্ন),

মহাজন (মূল অর্থ মহৎ যে জন বা প্রাচীন কবি, কিন্তু প্রচলিত অর্থ ঋণদান করে যে),

ফাজিল (মূল অর্থ পণ্ডিত বা বিদ্বান, কিন্তু প্রচলিত অর্থ বাচাল বা বখাটে) ইত্যাদি।

যেমন:

পঙ্কজ- পঙ্কে জন্মে যা (উপপদ তৎপুরুষ সমাস। শৈবাল, শালুক, পদ্মফুল প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিদ পঙ্কে জন্মে থাকে। কিন্তু পঙ্কজ, শব্দটি একমাত্র পদ্মফুল অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাই পঙ্কজ একটি যোগরূঢ় শব্দ।

রাজপুত- রাজার পুত্র অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ হিসেবে অর্থ হয়েছে জাতি বিশেষ।

মাহাযাত্রা- মহাসমারোহে যাত্রা অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ রূপে অর্থঃ মৃত্যু।

জলধি- জল ধারণ করে এমন অর্থ পরিত্যাগ করে একমাত্র সমুদ্র অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

⇒ দ্বিরুক্ত শব্দ

⇒ ‘দ্বিরুক্ত’ শব্দের অর্থ দুই বার উক্ত হয়েছে এমন। বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ পদ বা অনুকার শব্দ আছে যা একবার ব্যবহার করলে যে অর্থ হয় তা দই বার ব্যবহারে ভিন্ন কোন অর্থ প্রকাশ করে। এ ধরনের শব্দের দুই বার প্রয়োগেই দ্বিরুক্ত শব্দ গঠিত হয়।

দ্বিরুক্ত শব্দ তিন প্রকার।

যথা-

১. শব্দের দ্বিরুক্তি
২. পদের দ্বিরুক্তি ও
৩. অনুকার দ্বিরুক্তি

১ শব্দের দ্বিরুক্তিঃ .

দিকে দিকে, ঘনঘন, লাল লাল, পড়ে পড়ে, হায় হায়, যায় যায় ইত্যাদি

২ পদের দ্বিরুক্তিঃ .

- ক) বিশেষ্যঃ দেশে দেশে, ভাইয়ে ভাইয়ে।
- খ) বিশেষণঃ হাসি হাসি, ভালয় ভালয়, সাধুতে।
- গ) সর্বনামঃ কারা কারা, কে কে, যারা যারা।
- ঘ) অব্যয়ঃ অব্যয় পদের দ্বিরুক্তি হয়না। কারণ এদের সাথে বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত হয়না।
- ঙ) ক্রিয়া ঃ হাঁটি হাঁটি, হেঁসে হেঁসে, খেলে খেলে।

৩) অনুকার দ্বিরুক্তি .অব্যয়ঃ (

ঢংঢং, সাঁ সাঁ, ঝন ঝন ইত্যাদি।

⇒ পদাতড়বক দ্বিরুক্তিঃ

- ক) একই পদের অবিকৃত রূপ। যেমন- হাটে, হাটে, ভয়ে ভয়ে, পদে পদে।
- খ) যুগড়ব রীতিতে গঠিত দ্বিরুক্ত শব্দ। যেমনঃ হাতে-হাতে, আকাশেবাতর সে, কাপড়-চোপড়।

⇒ ধন্যাত্মক দ্বিরুক্তিঃ

- ক) মানুষের ধনিঃ ভেউ ভেউ, ট্যা ট্যা, হি হি ইত্যাদি।
- খ) জীব জন্তুর ধনিঃ ঘেউ ঘেউ, মিউ মিউ, কুহু কুহু ইত্যাদি।
- গ) অনুভূতি জাত ধনিঃ পিট পিট, কুট কুট, মিন মিন ইত্যাদি।

ঘ) বস্তুত্ব ধ্বনিঃ মড় মড়, বাম বাম, ঘাঘাঘা ইত্যাদি।

⇒ দ্বিরুক্তির বিভিন্ন পদ্ধতি

শব্দভিত্তিক (ক)

১. একই শব্দ দুবার ব্যবহার করা হয় এবং শব্দ দুটি অবিকৃত থাকে।

যথা- ভাল ভাল ফল, ফোঁটা ফোঁটা পানি, বড় বড় বই ইত্যাদি।

২. একই শব্দের সঙ্গে সমার্থক আর একটি শব্দ যোগ করে ব্যবহৃত হয়।

যথা-ধন-দৌলত, খেলা-ধুলা, লালন-পালন, বলা-কওয়া, খোঁজ-খবর ইত্যাদি।

৩. দ্বিরুক্ত শব্দ-জোড়ার দ্বিতীয় শব্দটির আংশিক পরিবর্তন হয়।

যেমন--মিট-মাট, ফিট-ফাট, বকা-ঝকা, তোড়-জোড়, গল্প-সল্প, রকম-সকম ইত্যাদি।

৪. সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দ যোগে।

যেমন-লেন-দেন, দেনা- পাওনা, টাকা-পয়সা, ধনী-গরিব, আসা-যাওয়া ইত্যাদি।

পদভিত্তিক (খ)

১. দুটো পদের একই বিভক্তি প্রয়োগ করা হয়, শব্দ দুটো ও বিভক্তি অপরিবর্তিত থাকে।

যেমন-ঘরে ঘরে লেখাপড়া হচ্ছে। দেশে দেশে ধন্য ধন্য করতে লাগল। মনে মনে আমিও এ কথাই ভেবেছি।

২. দ্বিতীয় পদের আংশিক ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু পদ-বিভক্তি অবিকৃত থাকে।

যেমন- চোর হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।

⇒ দ্বিরুক্তি শব্দের প্রয়োগ

(ক) বিশেষ্য শব্দযুগলের বিশেষণরূপে ব্যবহার

১. আধিক্য বোঝাতে : রাশি রাশি ধন, ধামা ধামা ধান।

২. সামান্য বোঝাতে : আমি আজ জ্বর জ্বর বোধ করছি। দেখেছ তার কবি কবি ভাব।

৩. পরস্পরতা বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে : তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে। তুমি বাড়ি বাড়ি হেঁটে চাঁদা তুলেছ।
৪. ক্রিয়া বিশেষণ বোঝাতে : ধীরে ধীরে যায়; ফিরে ফিরে চায়।
৫. অনুরূপ কিছু বোঝাতে : তার সঙ্গী সাথী কেউ নেই।
৬. আগ্রহ বোঝাতে : ও দাদা দাদা বলে কাঁদছে।

(খ) বিশেষণ শব্দযুগলের বিশেষণরূপে ব্যবহার

১. আধিক্য বোঝাতে : ভাল ভাল আম নিয়ে এসো। ছোট ছোট ডাল কেটে ফেল।
২. তীব্রতা বা সঠিকতা বোঝাতে : গরম গরম জিলাপী। নরম নরম হাত।
৩. সামান্যতা বোঝাতে : উঁড়ু উঁড়ু ভাব। কালো কালো চেহারা।

: সর্বনাম শব্দ (গ)

বহুবচন বা আধিক্য বোঝাতে : সে সে লোক গেল কোথায়? কে কে এল? কেউ কেউ বলে।

(ঘ) ক্রিয়াবাচক শব্দ

১. বিশেষণরূপে : এদিকে রোগীর তো যায় যায় অবস্থা। তোমার নেই নেই ভাব গেল না।
২. স্বল্পকাল স্থায়ী বোঝাতে :
৩. ক্রিয়া বিশেষণ : দেখে দেখে যেও। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনলে কিভাবে?
৪. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে : ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি।

(ঙ) অব্যয়ের দ্বিরুক্তি

১. ভাবের গভীরতা বোঝাতে : তার দুঃখ দেখে সবাই হায় হায় করতে লাগল। ছি ছি তুমি কি করেছ?
২. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে : বার বার সে কামান গর্জে উঠল।
৩. অনুভূতি বা ভাব বোঝাতে : ভয়ে গা ছম ছম করছে। ফোঁড়াটা টন টন করছে।
৪. বিশেষণ বোঝাতে : পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির।
৫. ধ্বনি ব্যঞ্জন : ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

⇒ যুগ্মরীতিতে দ্বিরুক্ত শব্দের গঠন

একই শব্দ ঈষৎ পরিবর্তন করে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠনের নাম যুগ্মরীতি। যুগ্মরীতিতে দ্বিরুক্ত গঠনের কয়েকটি নিয়ম রয়েছে। যেমন-

১. শব্দের আদি স্বরের পরিবর্তন করে : চুপচাপ, মিটমিট, জারিজুরি।
২. শব্দের অন্ত্যস্বরের পরিবর্তন করে : মারামারি, হাতাহাতি, সরাসরি, জেদাজেদি।
৩. দ্বিতীয়বার ব্যবহারের সময় ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তনের : ছটফট, নিশাপিশ, ভাতটাত।
৪. সমার্থক বা একার্থক সহচর শব্দ যোগে : চালচলন, রীতিনীতি, বনজঙ্গল, ভয়ডর।
৫. ভিন্নার্থক শব্দ যোগে : ডালভাত, তালাচাবি, পথঘাট, অলিগলি।
৬. বিপরীতার্থক শব্দ যোগে: ছোট-বড়, আসা-যাওয়া, জন্ম-মৃত্যু, আদান-প্রদান।

⇒ পদাত্মক দ্বিরুক্তি

বিভক্তি যুক্ত পদের দুবার ব্যবহারকে পদাত্মক দ্বিরুক্তি বলা হয়। এগুলো দূরকমে গঠিত হয়।

১. একই পদের অবিকৃত অবস্থায় দুবার ব্যবহার। যথা-ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলাম। হাটে হাটে বিকিয়ে তোর ভরা আপন।

২. যুগ্ম রীতিতে গঠিত দ্বিরুক্ত পদের ব্যবহার। যথা-হাতে-নাতে, আকাশে-বাতাসে, কাপড়-চোপড়, দলে-বলে ইত্যাদি।

⇒ বিশিষ্টার্থক বাগধারায় দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ

ছেলেটিকে চোখে চোখে রেখো। (সতর্কতা)

ভুলগুলো তুই আনরে বাছা বাছা। (ভাবের প্রগাঢ়তা)

থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে। (কালের বিস্তার)

লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান। (আধিক্য)

খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে, পরশে মুখে মুখে, নীরবে চোখে চোখে চায়।

⇒ ধ্বন্যাঙ্গক দ্বিরুক্তি

কোন কিছুই স্বাভাবিক বা কাল্পনিক অনুকৃতিবিশিষ্ট শব্দের রূপকে ধ্বন্যাঙ্গক শব্দ বলে। এ জাতীয় ধ্বন্যাঙ্গক শব্দের দুবার প্রয়োগের নাম ধ্বন্যাঙ্গক দ্বিরুক্তি। ধ্বন্যাঙ্গক দ্বিরুক্তি দ্বারা বহুত্ব আধিক্য ইত্যাদি বোঝায়। ধ্বন্যাঙ্গক দ্বিরুক্ত শব্দ কয়েকটি উপায়ে গঠিত হয়।

১. মানুষের ধ্বনির অনুকার : ভেউ ভেউ-মানুষের উচ্চ কান্নার ধ্বনি। এরূপ-ট্যা ট্যা, হি হি ইত্যাদি।

২. জীবজন্তুর ধ্বনির অনুকার: ঘেউ ঘেউ (কুকুরের ধ্বনি)। এরূপ-মিউ মিউ (বিড়ালের ডাক), কুহু কুহু (কোকিলের ডাক)

কা কা (কাকের ডাক) ইত্যাদি।

৩. বস্তুর ধ্বনির অনুকার : ঘচাঘচ (ধান কাটার শব্দ) মড় মড় (গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ), বাম বাম (বৃষ্টি পড়ার শব্দ) ছ ছ (বাতাস প্রবাহের শব্দ)।

৪. অনুভূতিজাত কাল্পনিক ধ্বনির অনুকার : ঝিকমিকি (ওজ্জ্বল্য),ঠা ঠা (রোদের তীব্রতা), কুট কুট (শরীরে কামড় লাগার মত অনুভূতি)। এরূপ-মিন মিন, পিট পিট, বাম বাম, দড়াম দড়াম, দারুম দারুম, ইত্যাদি।

⇒ ধ্বন্যাঙ্গক দ্বিরুক্ত শব্দ বিভিন্ন পদরূপে ব্যবহৃত হয়।

যেমন:

১. বিশেষ্য : বৃষ্টির বামবামানি আমাদের অস্থির করে তুলে।

২. বিশেষণ : 'নামিল নভে বাদল ছলছল বেদনায়।'

৩. ক্রিয়া : 'কলকলিয়ে উঠল সেথায় নারীর প্রতিবাদ।'

৪. ক্রিয়া বিশেষণ : 'চিকমিক করে বালি কোথা নাহি কাদা।'

⇒ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলীঃ

১. রাশি শব্দের দ্বিরুক্তিতে কোন অর্থ প্রকাশ পায়? - আধিক্য

২. দ্বিরুক্তি শব্দ কয় প্রকারের? - তিন প্রকারের।

৩. দ্বিরুক্ত শব্দ কোন অর্থ প্রকাশ করে?- সম্প্রসারিত অর্থ
৪. অনুভূতি বা ভাববাচক দ্বিরুক্তির দৃষ্টান্ত দাও।- গা ছম ছম করে।
৫. পদাতড়বক দ্বিরুক্তির দৃষ্টান্ত দাও।- হাটে হাটে।
৬. সর্বনাম প্রয়োগে আধিক্য বা বহুবচন বাচক দ্বিরুক্তির দৃষ্টান্ত দাও?- কে কে এল।
৭. ‘আদান-প্রদান’ কেমন অর্থের শব্দ যোগে দ্বিরুক্ত হয়েছে?- বিপরীতার্থক শব্দ যোগে।
৮. কোন দ্বিরুক্তিটি আগ্রহ বোঝায়?-দাদা দাদা।
৯. কোন দ্বিরুক্তিটিতে ধারবাহিকতা বোঝায়?- দিন দিন।
১০. কোন দ্বিরুক্তিটিতে ক্রিয়া বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়?- ধীরে ধীরে।
১১. অনুকার অব্যয়ের দ্বিরুক্তি বাচক শব্দের দৃষ্টান্ত দাও?- ঢংঢং।
১২. বিশেষ্য পদের দ্বিরুক্তি বাচক শব্দের দৃষ্টান্ত দাও?- গলায় গলায়।
১৩. কোন দ্বিরুক্তি ক্রিয়ার অন্তর্গত?- হেসে হেসে।
১৪. ‘জ্বরজ্বর’ দ্বিরুক্তিটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়?- সামান্যতা বোঝাতে।
১৫. ‘ডালভাত’ কেমন অর্থের শব্দ যোগে দ্বিরুক্ত হয়েছে?- ভিনড়বার্থক।
১৬. ‘সমার্থক’ শব্দ যোগে দ্বিরুক্ত শব্দের দৃষ্টান্ত দাও?- টাকা পয়সা।
১৭. কোন দ্বিরুক্তি শব্দ ক্রিয়া বিশেষণ হতে পারে?- দেখে দেখে।
১৮. ‘জ্বর’-এর সাথে কোন শব্দের দ্বিরুক্তিতে সামান্য অর্থ প্রকাশ পায়?- জ্বর (জ্বর জ্বর ভাব)।
১৯. ধ্বন্যাঙ্ক দ্বিরুক্ত শব্দের দৃষ্টান্ত দাও?- টাপুর টুপুর।

সংখ্যাবাচক শব্দ

‘সংখ্যা’ শব্দের অর্থ গণনা বা গণনা দ্বারা লব্ধ ধারণা।

সংখ্যাবাচক শব্দ চার প্রকার।

যথাঃ

১. অঙ্কবাচক বা সংখ্যাবাচক ২. পরিমাণ বা গণনা বাচক ৩. ক্রম বা পূরণবাচক ৪. তারিখবাচক

১ অঙ্কবাচক সংখ্যাঃ .তিন টাকা বলতে এক টাকার তিনটি একক বা এককের সমষ্টি বোঝায়। সংখ্যা গণনার মূল একক হল ‘এক’। সুতরাং এক+এক+এক=তিন। এভাবে আমরা এক থেকে একশ পর্যন্ত গণনা করতে পারি।

২ পরিমাণ বা গণনাবাচকঃ .একাধিকবার একই একক গণনা করলে সে সমষ্টিকে পাওয়া যায়, তা-ই পরিমাণ বা গণনাবাচক সংখ্যা। যেমন- সপ্তাহ বলতে আমরা সপ্ত (সাত) অহ (দিনক্ষণ)=সপ্তাহ, তার মানে সাত দিনের সমষ্টিকে বুঝিয়ে থাকি। এখানে দিন একটি একক।

৩. ক্রম বা পূরণবাচকঃ একই সারি, দল বা শ্রেণীতে অবস্থিত কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যার ক্রম বা পর্যায় বোঝাতে ক্রম বা পূরণ বাচক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়।

যেমন- দ্বিতীয় লোকটিকে ডাক। এখানে গণনায় এক জনের পরের লোকটিকে বোঝান হয়েছে। দ্বিতীয় লোকটির আগের লোকটিকে বলা হয় প্র ম। এরূপ, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি।

৪ তারিখ বাচকঃ বাংলা মাসের তারিখ বোঝাতে যে সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয় তাকে তারিখ বাচক শব্দ বলে।

যেমন- পয়লা বৈশাখ, পঁচিশে অগ্রহায়ণ ইত্যাদি।

⇒ **গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলীঃ**

১. ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সাংকেতিক চিহ্ন গুলি হল অঙ্ক।

২. অর্ধ যুক্ত সংখ্যাকে 'সাড়ে' বলা হয়। যেমন ৩ ২ ১।

৩. অব্যয়পদের দ্বিরুক্তি হয়না কিন্তু অনুকার অব্যয়ের দ্বিরুক্তি হয়।

৪. সাতটি দিন বা সাতটি একক মিলে সপ্তাহ হয়। এটি কোন জাতীয় সংখ্যাবাচক শব্দ?- পরিমাণ বা গণনাবাচক।

৫. ৪১, ৩১, ২১ কোন ধরনের সংখ্যা বাচক শব্দ?- পূর্ণসংখ্যার ন্যূনতা বাচক।

৬. তারিখ বাচক শব্দের ১ থেকে ৪ এর পরবর্তী শব্দগুলো কোন ভঙ্গিতে গঠিত হয়?- হিন্দি নিয়মে।

৭. তারিখ বাচক শব্দে ৪ এর পরবর্তী শব্দগুলো কোন ভঙ্গিতে গঠিত হয়?- বাংলার নিজস্ব ভঙ্গিতে।

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য

MyMahbub.Com

01836672102